আলমডাঙ্গায় বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবের জন্মবার্ষিকী পালন

আলমডাঙ্গায় উপজেলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবের ৯২ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার সন্ধ্যায় উপজেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আবু মুসা।

উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারন সম্পাদক ইয়াকুব আলী মাষ্টারের উপস্থাপনায় উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক শহিদুল ইসলাম খান, জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য শাহ আলম, পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি দেলোয়ার হোসেন, সাধারণ সম্পাদক মতিয়ার রহমান ফারুক, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সহসভাপতি আলহাজ্ব লিয়াকত আলী লিপু মোল্লা, পৌর আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক সাইফুর রহমান পিন্টু, সাবেক পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম, সাবেক উপজেলা আওয়ামী লীগের উপ প্রচার সম্পাদক মাসুদ রানা তুহিন, উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট খন্দকার সালমান আহমেদ ডন, অন্যান্যদের মধ্যে আরো উপস্থিত ছিলেন সাবেক ছাত্রলীগ নেতা মিজানুর রহমান মিজান, সোহেল রানা শাহীন, ছাত্রলীগ নেতা আব্দুল্লাহ আল হুসাইন বাদশা, হাসানুজ্জামান হাসান, মুন্না, নাহিদ হাসান তমাল, আলোচনা সভা শেষে এক দোয়া মাহফিলের অনুষ্ঠিত হয়। দোয়া মাহফিল পরিচালনা করেন হাফেজ মোঃ সজিব।

অন্যদিকে বিকেল চারটার দিকে মহিলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবের ৯২ তম জন্মবার্ষিকী পালন উপলক্ষে দলীয় কার্যালয়ে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় মাদকাসক্ত ছেলেকে পুলিশে দিলো পিতা

আলমডাঙ্গার মুন্সিগঞ্জের শান্ত (২২) নামে এক মাদকাসক্ত ছেলেকে পুলিশে দিয়েছেন তার পিতা। সোমবার দুপুর ২ টার দিকে ভ্রাম্যমাণ আদালত তাকে ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড প্রদান করে। আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রনি আলম নুর এ কারাদন্ড প্রদান করেন।

দন্ডপ্রাপ্ত ওই যুবক হলো আলমডাঙ্গা উপজেলার জেহালা ইউনিয়নের মুন্সিগঞ্জ গ্রামের আনসার আলীর ছেলে।

জানা যায়, শান্ত অনেক দিন ধরেই মাদকাসক্ত। তবে বেশ কিছুদিন ধরে সে মাদকাসক্ত হয়ে অত্যাচার শুরু করে। প্রায়ই সে নিজের ঘরের জিনিসপত্র ভাঙচুর করে এবং পিতামাতাকে মারধর করে।

এ অবস্থায় বাধ্য হয়ে আনসার আলী সোমবার মুন্সিগঞ্জ ফাঁড়ি পুলিশকেও জানায়। সোমবার দুপুরে মুন্সিগঞ্জ এলাকা থেকে শান্তকে ৪ পিস ট্যাপেন্টা ডল ট্যাবলেটসহ আটক করে ফাঁড়ি পুলিশ।

এসময় খবরে আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রনি আলম নুর ঘটনাস্থলে পৌছায়। পরে দুপুরে তাকে ভ্রাম্যমাণ আদালতে হাজির করা হয়। এসময় উপজেলা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রনি আলম নুর ভ্রাম্যমাণ আদালত তাকে ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড প্রদান করেন।

আলমডাঙ্গায় বিয়ে ভেঙে দেওয়ায় মারপিট ও নগদ অর্থ লুটের অভিযোগ

আলমডাঙ্গায় পূর্বশত্রুতার জের ফুলবগাদি গ্রামের নুর ইসলাম নামের এক গরু ব্যাপারীকে মারপিটের অভিযোগ উঠেছে।

গত (২৩শে জুলাই) শনিবার রাত সাড়ে ৭টায় গাংনী ইউনিয়নের ফুলবগাদি গ্রামে এ ঘটনাটি ঘটে। এঘটনায় গরু ব্যাপারী নিকট থেকে নগত ১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা ছিনিয়ে নেয়। মারপিট ও টাকা ছিনতাই এর ঘটনায় রবিবার রাতে আলমডাঙ্গা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

অভিযোগ সূত্রে জানাগেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার গাংনী ইউনিয়নের ফুলবগাদি গ্রামের মৃত আইনুদ্দিনের ছেলে নুর ইসলাম (৫০)। সে গত শনিবার সন্ধ্যায় গাংনী থানার কসবা গ্রামে গরুর ক্রয়ের ১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা দিতে যাবার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হয়। নুর ইসলাম তার বাড়ির সন্নিকটে ইউসুফ মোড়ে অবস্থান করছিলো।

এসময় বড়-গাংনী গ্রামের মুনসুর ফারাজীর ছেলে মনির তাকে জোরপূর্বক মোটরসাইকেলে তুলে নিজ গ্রামের অজ্ঞাত বাঁশ বাগানে নিয়ে যায়। নুর ইসলামকে একা পেয়ে মনির ও তার সঙ্গী অজ্ঞাত ৩/৪ জন তাকে বেধড়ক মারপিট করে। আহত অবস্থায় স্থানীয়রা নুর ইসলামে উদ্ধার করে।

রবিবার রাতে নুর ইসলাম বাদী হয়ে আলমডাঙ্গা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

নুর ইসলাম জানান, মনির আমাকে প্রাণ নাশের হুমকি দিচ্ছে। মনির বলে আমি সরকারি চাকুরি করি আর সরকারি কর্মকর্তার সাথে আমার মিল আছে, নাম মাত্র অভিযোগ করে কিছুই হবে না।

তিনি আরো বলেন, মনিরের সাথে আমাদের পাশ্ববর্তী গ্রামে তার বিয়ে ঠিক হয়ে ছিলো। মেয়ের পরিবার থেকে আমার কাছে মনির ফারাজীর সম্পর্ক জানতে চাইলে আমি বলে ছিলাম তার আগে বিয়ে হয়ে ছিলো এই নিয়ে মনির ফারাজির সাথে আমার পূর্ব শত্রুতা।

আমার নামে অভিযোগ করে কিছুয় করতে পারবে না, তখন তো তাকে ছেড়ে দিয়েছি এবার ধরলে আর ছাড়বো না।

আলমডাঙ্গা থানার পরিদর্শক (ওসি) সাইফুল ইসলাম বলেন, ফুলবগাদি গ্রামের গরু ব্যবসায়ীকে মারপিট ও নগত টাকা লুটের অভিযোগ পেয়েছি। তদন্ত সাপেক্ষে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আলমডাঙ্গায় নিখোঁজের ৫দিন পর গৃহবধূর অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার

নিখোঁজের ৫ দিনপর ভাংবাড়িয়ার মাথাভাঙ্গা নদী থেকে পপি খাতুন নামের এক গৃহবধুর অর্ধ গলিত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

আজ সোমবার বিকেল ৪ টার দিকে আলমডাঙ্গার ভাংবাড়িয়া ইউনিয়নের কারিগরপাড়া মাঠের মাথাভাঙ্গা নদী থেকে এ লাশ উদ্ধার করে। খবর পেয়ে চুয়াডাঙ্গার এডিশনাল এসপি সদর সার্কেল আনিসুজ্জামান ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে। এ ঘটনায় স্বামীসহ ২ জনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করেছে পুলিশ। নিহত গৃহবধু পপি খাতুন উপজেলার ভাংবাড়িয়া ইউনিয়নের নগরবোয়ালীয়া গ্রামের তুহিনের স্ত্রী ও একই উপজেলার বেলগাছি গ্রামের ইসলামপাড়ার নুরুল ইসলাম ভোলা শেখের মেয়ে।

জানাগেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার বেলগাছি ইউনিয়নের ইসলামপাড়ার নুরুল ইসলাম ভোলা শেখের মেয়ে পপি খাতুন। গত বুধবার উপজেলার ভাংবাড়িয়া ইউনিয়নের নগরবোয়ালিয়া গ্রামের পপি খাতুন তার স্বামী তুহিনের বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয়। বিভিন্ন জায়গায় খোঁজখবর নিলেও পপি খাতুনের সন্ধ্যান না পেয়ে পিতা নুরুল ইসলাম ভোলা শেখ রবিবার আলমডাঙ্গা থানায় সাধারণ ডায়েরি করে।

সাধারণ ডায়েরি করার ১ দিনপর আলমডাঙ্গার ভাংবাড়িয়ার মাথাভাঙ্গা নদীতে স্থানীয়রা সোমবার দুপুর আড়াইটার দিকে অর্ধগলিত নারীর লাশ ভাসতে দেখে। পরে খবর পেয়ে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে লাশ উদ্ধার করে। সন্ধ্যায় গৃহবধু পপির মরদেহ পোস্টমর্টেম রিপোর্টের জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল মর্গে প্রেরণ করে।

গৃহবধুর লাশ উদ্ধারের ঘটনায় পপির স্বামী তুহিন ও প্রতিবেশি ঝন্টুকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করেছে পুলিশ।

এ ঘটনায় চুয়াডাঙ্গার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ও সদর সার্কেল আনিসুজ্জামান, থানার পরিদর্শক ওসি তদন্ত তুহিনুজ্জামান খান, পরিদর্শক ওসি অপারেশন একরামুল হোসেন ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে।

স্থানীয়রা জানায়, সোমবার দুপুরে এলাকার কয়েকজন নারী মাথাভাঙ্গা নদীতে গোসল করতে নামে। এসময় নদীতে একটি নারীর মরদেহ ভাসমান

অবস্থায় দেখতে পেয়ে পুলিশকে জানায়। পরে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের একটি টিম ঘটনাস্থলে পৌছে মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠায়।

নিহতের বাবা ভোলা শেখ বলেন, পাঁচদিন আগে আমার জামায় তুহিনসহ পরিবারের সদস্যরা আমাকে জানায় মেয়ে পপি খাতুন কোন ছেলের সাথে চলে গেছে। কার সাথে গেছে জিজ্ঞাসা করলে কোন সুদুত্তর দেয়নি তারা। এরপর আমি আলমডাঙ্গা থানাতে জিডি করি। পুলিশ ও আমরা অনেক খুজেছি। পাইনি আমার মেয়েকে। আজ আমার মেয়েটাকে জীবিত পেলাম না, পেলাম মৃত মেয়ে।

তিনি আরও বলেন, আমার নাতী মিমের বয়স ১০ বছর। এর আগে অনেকবার তুচ্ছ ঘটনায় জামায় তুহিন ও তার পরিবার কর্তৃক নির্যাতনের স্বীকার হয়ে বাড়ি চলে আসে। তাই আমার ধারণা জামায় তুহিন ও তার পরিবারের সদস্যরা নির্যাতনের পর হত্যা করেছে আমার মেয়েকে। আমি মেয়ে হত্যার বিচার চাই।

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের পরিদর্শক তুহিনুজ্জামান খান বলেন, নিখোঁজের ৫ দিনের মাথায় মাথাভাঙ্গা নদী থেকে পপি খাতুনের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে পপি খাতুনকে হত্যা করা হয়েছে। সুরতহাল প্রদিবেদন শেষে মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। রহস্য উম্মোচনে মাঠে নেমেছে পুলিশ।

আলমডাঙ্গার হাটবোয়ালিয়ার ডায়াগনস্টিক সেন্টারের মালিক এ্যানির সংবাদ সম্মেলন

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গার হাটবোয়ালিয়ার এসএফ ডায়াগনষ্টিক সেন্টারের মালিক নুরুন নবী ছামদ এ্যানি সংবাদ সম্মেলন করেছেন।

গতকাল শনিবার তার কার্যালয়ে এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করেন।

লিখিত সংবাদ সম্মেলনে গাংনি উপজেলার হিজলবাড়িয়া গ্রামের বানি ইয়ামিনের ছেলে নুরুন নবী ছামদ এ্যানি উল্লেখ করেন তিনি একজন ডিপ্লোমা চিকিৎসক। তার ৮৮১৫ রেজিঃ নম্বরের বিএম ডিসি লাইসেন্স রয়েছে।

বর্তমানে তিনি আলমডাঙ্গার হাটবোয়ালিয়া বাজারে এসএফ ডায়াগনষ্টিক সেন্টারে বিভিন্ন এমবিবিএস ডাক্তার দ্বারা রোগী সাধরনের চিকিৎসা সেবা দিয়ে থাকেন। এমনি অবস্থায় হাটবোয়ালিয়া বাজারের একটি কু- চক্রি মহল তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করার চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছে। ওই চক্র টাকাসহ বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা আদায়ে ব্যর্থ হয়ে তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সুনাম ক্ষুন্ন করার জন্য নানা ভাবে অপপ্রচার চালিয়ে আসছে।

তিনি উল্লেখ করেন, তার ডায়াগনস্টিক সেন্টারের বৈধ কাগজ পত্র রয়েছে। এই প্রতিষ্ঠান থেকে যে সকল রোগী চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করেছেন তাদের কারো কোন সমস্যা হয়নি।

অথচ কুচক্রি মহল কিছু ভুয়া মানুষের নাম উল্লেখ করে চারিদিকে বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেস্টা করছে। যা মোটেও সঠিক নয়। তিনি সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে তার প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিগত সকল তথ্যাদি উপস্থাপন করে কোন প্রকার বিভ্রান্ত না হওয়ার জন্য সকলকে অনুরোধ করেছেন। একই সাথে তিনি অপপ্রচারকারিদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রশাসনের নিকট দাবী জানিয়েছেন।

দুই ডোজ টিকা নিয়েও আলমডাঙ্গার ইউএনও করোনা আক্রান্ত

দুই ডোজ টিকা গ্রহণ করার পরও আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রনি আলম নুর করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন।

বুধবার রাতে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে দেওয়া নমুনা পরীক্ষায় তার করোনা পজিটিভ আসে।

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্মকর্তা ডা. হাদি জিয়া উদ্দিন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, বুধবার ইউএনও রনি আলম নুর শরীরে অসুস্থতা দেখা দেয়।

পরে রাতে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে তিনি নমুনা দেন এবং র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট রিপোর্টে তার করোনা পজিটিভ আসে। একই সাথে গাড়ির ড্রাইভারসহ দুই বডিগার্ডের করোনা পরিক্ষা নেগেটিভ আসে।

এ ব্যাপারে ইউএনও রনি আলম নুর মুঠোফোনে বলেন, তিনি বাসায় আইসোলেশনে রয়েছেন। তার শরীর অনেকটা ভালো আছে। তিনি সবার কাছে দোয়া চেয়েছেন

আলমডাঙ্গার রেলস্টেশনের টিকিট সিন্ডিকেট বেপরোয়া

আলমডাঙ্গার রেলওয়ে স্টেশনে টিকিট কালোবাজারিদের কাছে জিম্মি সাধারণ মানুষ। ঢাকা কিংবা খুলনায় যেতে হলে পড়তে হচ্ছে ভোগান্তিতে। অধিক টাকা দিলে স্টেশনের কাউন্টারের টিকিট মিলছে স্টেশনের নিচে চা, ছেলুন ও হোটেলে। এছাড়াও জাল টিকিট ক্রয় করে অনেকে জরিমানার শিকার হয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছে।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গার রেল স্টেশনে টিকিট সিন্ডিকেট বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। আগে থেকেই স্টেশনের কাউন্টার থেকে নামে-বেনামে টিকিট কেটে যাত্রীদের কাছে অতিরিক্ত মূল্যে বিক্রি করে আসছে। দীর্ঘদিন ধরে এমন কর্মকান্ড চলে আসলেও বিষয়টি দেখার কেউ নেই। টিকিট সিন্ডিকেটের কারণে প্রতি নিয়ত যাত্রীদের গুনতে হয় অতিরিক্ত টাকা।

গত বৃহস্পতিবার কামালপুরের ডাবলু রহমানের ছেলে হাসান রাতের সন্দরবন ট্রেনে ঢাকায় যাবার জন্য স্টেশনে টিকিট কিনতে যায়। স্টেশনের কাউন্টারে টিকিট না পেয়ে সে নীচে চায়ের দোকানদার ইদবার

আলীর কাছ থেকে ৩শ’ ৭৫ টাকার টিকিট ৮শ’ টাকা দিয়ে ক্রয় করে।

রাতে ঢাকার উদ্দেশ্যে ট্রেন ছেড়ে যায়। ট্রেন উল্লাপাড়া স্টেশনে পৌছালে ট্রেনের চেকার টিকিট চেক করতে এসে হাসানের কাছে থাকা জাল টিকিট শনাক্ত করেন। পরে জরিমানাসহ খুলনা থেকে টিকিটের মূল্য পরিশোধ করে হাসান। ফিরে এসে বিষয়টি এলাকার যুবকদের জানালে তারা চা দোকানি টিকিট সিন্ডিকেটের সদস্য ইদবারকে ধরে। পরে স্টেশনে এক সালিশ বৈঠকের মাধ্যমে জরিমানাসহ টিকিটের টাকা ফেরত দিয়ে বিষয়টি মিটমাট করা হয়।

উল্লেখ্য, প্রায় ৩-৪মাস আগেই একই ভাবে জাল টিকিট বিক্রি করে ইদবার আলী এমন কান্ড ঘটিয়েছিল। ভুক্তভোগীরা জানিয়েছেন স্টেশন এলাকার ইদবার আলী, বিপুল, খাইরুল, ফ্লাক্সিলোড ব্যবসায়ী শাহিনসহ অনেকেই টিকিট সিন্ডিকেটের সাথে জড়িত।

তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনের নিকট প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানিয়েছেন উপজেলাবাসী।

আলমডাঙ্গায় ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ

আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রানী সম্পদ অফিসের হলরুমে ব্লাক বেঙ্গল ছাগল পালনের উপর প্রশিক্ষন অনুষ্টিত।

গতকাল বুধবার দিনব্যাপী প্রশিক্ষণে সভাপতিত্ব করেন, উপজেলা প্রানী সম্পদ কর্মকর্তা ডাঃ আব্দুল্লাহিল কাফি। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন,আলমডাঙ্গা উপজেলা চেয়ারম্যান আলহাজ্ব আইয়ুব হোসেন।

তিনি বলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলার ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল বাংলাদেশের বিখ্যাত,যে কারনে ব্লাক বেঙ্গল ছাগল চুয়াডাঙ্গার ব্রান্ডিং। তোমরা সঠিক ভাবে ছাগল পালন করবে, ছাগল পালন করে অনেকে নিজেকে সাবলম্বি হয়েছে।

সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান এ্যাডঃ সালমুন আহম্মদ ডন, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান কাজী মারজাহান নিতু। প্রশিক্ষণ প্রদান করেন চুয়াডাঙ্গা প্রানী সম্পদ কর্মকর্তা ও সরকারি ছাগল উন্নয়ন খামার আরমান আলী ও আলমডাঙ্গা প্রানী সম্পদ সম্প্রসারণ কর্মকর্তা ডাঃ বায়োজিদ খন্দকার।

প্রশিক্ষণে ৩০ জন প্রশিক্ষনার্থী প্রশিক্ষনে অংশ গ্রহন করেন।

আলমডাঙ্গা বিভিন্ন সাহিত্য পরিষদ উদ্যোগে ইফতার মাহফিল

আলমডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদ, গাঙচিল সাহিত্য সংস্কৃতি, আলা উদ্দিন আহমেদ পাঠাগার ও কলমিলতা সাহিত্য পত্রিকার আয়োজনে দোয়া ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবার বিকেল ৬ টার দিকে শহরের একটি হোটেলে এ ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন গোস্বামী দূর্গাপুর হাইস্কুলের ধর্মীয় শিক্ষক মাঃ মনিরুজ্জামান।

ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠানে আলমডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সভাপতি ও অবঃ শিক্ষক ওমর আলীর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন আলমডাঙ্গা প্রেসক্লাব সভাপতি শাহ আলম মন্টু।

গাঙচিল সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদের সমন্বয়ক ও প্রেসক্লাব সেক্রেটারি হামিদুল ইসলাম আজমের উপস্থাপনায় প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক কবি আ.ফ.ম. সিরাজ সামজি|

বিশেষ অতিথি ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা গাঙচিল সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদের সভাপতি কবি জামিরুল ইসলাম খান জামিল, সেক্রেটারি কবি হাবিবুর রহমান মজুমদার, সাংগঠনিক সম্পাদক কবি শাহিনুর রহমান অপূর্ব, আলাউদ্দিন আহমেদ পাঠাগারের পরিচালক ও কবি গোলাম রহমান চৌধুরী।

এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সদস্য ইয়ামিন, সাংস্কৃতিক ব্যাক্তিত্ব শামীম রেজা,শাহাবুল হক, ডাঃ আতিক বিশ্বাস, সাংবাদিক প্রশান্ত বিশ্বাস, তানভীর সোহেল, আজহারুল ইসলাম রাতুল প্রমুখ।

আলমডাঙ্গায় মাদক সেবনের দায়ে ৬ মাসের কারাদণ্ড প্রদান

আলমডাঙ্গায় গাঁজা সেবনের দায়ে ক্যানেলপাড়ার রোকন (৩২) নামের একজনকে ৬ মাসের কারাদণ্ড প্রদান করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

গতকাল রবিবার বিকেলে আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহি অফিসার পুলক কুমার মন্ডল এ আদালতের মাধ্যমে রায় দেন।

জানাগেছে, আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার টকিজ সিনেমা হল পাড়ার খবির উদ্দিনের ছেলে রোকন দীর্ঘদিন যাবৎ মাদক সেবন করে আসছে।

নেশাগ্রস্থ অবস্থায় রোকন রাস্তায় মাতলামিসহ পরিবারের লোকজনের উপরে বিভিন্ন ধরণের সংঘাত সৃষ্টি করে।

এ ঘটনায় রোকন গতকাল দুপুরে নিজ বাড়ির পাশে নেশা করছিলো।এমন সংবাদ পুলিশের নিকট জানালে তাকে আটক করে।

পরে আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহি অফিসার পুলক কুমার মন্ডলকে জানালে তিনি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে ৬ মাসের কারাদণ্ড প্রদান করে।